যুগান্তর

তারিখ ... 2 APR 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

এইচএসসি-আলিম পরীক্ষা আজ শুরু

প্রশ্ন ফাঁস রোধে সেট কোড বার্তা সকালে

যুগান্তর রিপোর্ট

নজিরবিহীন সতর্কতামূলক অবস্থার মধ্যে আজ শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। সদ্যসমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সামনে রেখে এবার প্রশ্ন ফাঁস রোধে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফাঁসকারীদের বিভ্রান্ত করতে এবার প্রথমবারের মতো প্রশ্নপত্রের প্যাকেট থেকে সেট কোড তুলে নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকদের মোবাইল ফোন নেয়া নিষিদ্ধ। কেন্দ্রসচিব শুধু ক্যামেরাবিহীন মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে মাঠ প্রশাসন অসংখ্য ভিজিলেন্স টিম গঠন করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ভিজিলেন্স টিমের সদস্যরা চিহ্নিত ও সন্দেহজনক কেন্দ্রে নজরদারি করছে।

সাড়ে ৯টার মধ্যে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে ঢুকতে হবে

কেন্দ্রে ক্যামেরা ফোন নিষিদ্ধ

সাধারণত প্রত্যেক পরীক্ষায় ট্রেজারিতে পাঠানো প্রশ্নপত্রের ট্রাংকের ভেতরেই একটি প্যাকেটের মধ্যে কবে কোন সেটে পরীক্ষা হবে সেই বার্তা পাঠানো থাকে। এবার প্রথমবারের মতো তা তুলে নেয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষকরাও জানছেন না কোন বিষয়ের পরীক্ষা কোন সেট প্রশ্নে হবে। পরীক্ষার দিন সকালে কোন বোর্ডে কোন সেটে পরীক্ষা হবে লটারিতে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় জানিয়ে দেয়া হবে। তবে ব্যবস্থাটি কী তা জানা যায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা এবং বোর্ডের কয়েকজন চেয়ারম্যান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, প্রশ্ন ফাঁস ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

প্রশ্ন ফাঁস রোধে সেট কোড বার্তা সকালে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রোধে আমরা অনেক ব্যবস্থাই নিয়েছি। গোপনীয়তার স্বার্থে তা বলা যাবে না। একই কথা বলেছেন মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা। তারা অবশ্য বলেন, তবে প্রশ্নের গোপনীয়তা রক্ষার্থে পরীক্ষা শুরুর কেবল ৩০ মিনিট আগে ছাড়া প্যাকেট খোলা যাবে না। তার আগে খুললে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রপ্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্যাকেট খোলার আগে তা অক্ষত ছিল মর্মে তিনজন সাক্ষী কেন্দ্রসচিবকে রাখতে হবে। ওই তিনজন লিখিতভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

এবারের পরীক্ষায় মোট ১১ লাখ ৮৩ হাজার ৬৮৬ জন অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৬৯৭ জন এবং ছাত্রী ৫ লাখ ৪৭ হাজার ৯৮৯ জন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে এইচএসসিতে আছে ৯ লাখ ৮২ হাজার ৭৮৩ জন। মাদ্রাসার আলিমে ৯৯ হাজার ৩২০ জন, কারিগরি বোর্ডের এইচএসসি বিএমে ৯৬ হাজার ৯১৪ এবং ঢাকা বোর্ডের অধীন ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজে ৪ হাজার ৬৬৯ জন আছে। গত বছর এইচএসসি ও সমমানে মোট ১২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ জন পরীক্ষা দেয়। এবার তার চেয়ে ৩৪ হাজার ৯৪২ জন পরীক্ষার্থী কম।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সম্পূর্ণ নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস যাতে না হয়, সে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এখন শিক্ষকের হাতে প্রশ্ন যাওয়ার পর যাতে ফাঁস না হয়, সে লক্ষ্যেও নানা পদক্ষেপ আছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আমরা আগেই মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করেছি। কেবল কেন্দ্রসচিব এবার শুধু ছবি তোলা যায় না এমন ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু তা সঙ্গে রাখতে পারবেন না। তার রুমে থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, পরীক্ষার্থীদের সাড়ে ৯টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে হবে। ১০টার আগে পর্যন্ত তারা পরীক্ষার উত্তরপত্রের তথ্য পূরণ করবে। ঠিক ১০টায় প্রশ্নপত্র দেয়া হবে। শিক্ষার্থীর হাতে প্রশ্ন দেয়ার আগে কোনো শিক্ষক তা পড়তে পারবেন না।

কয়েক বছর ধরে প্রত্যন্ত এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়া হচ্ছে। এ কারণে পরীক্ষাকেন্দ্রিক অপরাধ বাড়ছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার কিছু কেন্দ্রে প্রশ্নের প্যাকেট আগে খুলে এমসিকিউর উত্তর বলে দেয়া এমনকি পরীক্ষার উত্তরপত্র বাইরে নিয়ে লেখার মতো অভিযোগ আছে। তা সত্ত্বেও এবার ৪৫টি নতুন কেন্দ্র করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দুই হাজার ৪৯৭টি কেন্দ্রে এবার পরীক্ষা হবে। সারা দেশে ৮ হাজার ৮৬৪ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এবারের পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৪ হাজার ৩৬৫টি কলেজ, ২ হাজার ৭০৩টি মাদ্রাসা, ১ হাজার ৭৭৮টি কারিগরি এবং ১৮টি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট।

শিক্ষকদের প্রশ্ন ফাঁস করা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোনো শিক্ষক যদি প্রশ্নের উত্তর বলে দেন, তাহলে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের মতো অপরাধ ধরা হবে। মোবাইল নিষিদ্ধের বিষয়টি শিক্ষকরা মানছেন কিনা তা জেলা-উপজেলা প্রশাসন, মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বোর্ডের ভিজিলেন্স টিম নজরদারি করবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন বলেন, প্রশ্নের প্যাকেট অক্ষত আছে কিনা তা দৈনিক পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচাই করা হবে। এ ব্যাপারে মাঠ প্রশাসনকে বিভাগীয় কমিশনারদের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ওসি, শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এই কাজ করবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	✓

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর